TRANSPARENCY INTERNATIONAL BANGLADESH
Social movement against corruption

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সামাজিক জবাবদিহিতার মাধ্যমে দেশে অংশগ্রহণমূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠার আহ্বান

টিআইবি'র উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজিত

ঢাকা, রবিবার, ১১ এপ্রিল ২০১০: আজ এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তারা সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সামাজিক জবাবদিহিতার মাধ্যমে দেশে অংশগ্রহণমূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর উদ্যোগে সকালে রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইন অডিটোরিয়ামে 'সততার অঙ্গীকার: সামাজিক জবাবদিহিতার মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক এ আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম. হাফিজউদ্দিন খান এবং অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক। এতে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার মোট ১২টি টিআই চ্যাপ্টার ও টিআই সেক্রেটারিয়েট এর ২১ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

ড. আলাউদ্দিন আহমেদ বলেন আমাদের জনগণের দাবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। সত্যিকার গণতন্ত্র চর্চার জন্য জনগণকে শাসন ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, সততার অঙ্গীকার হল টিআইবি প্রবর্তিত একটি সামাজিক জবাবদিহি প্রক্রিয়া যেখানে স্টেকহোল্ডাররা স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী খাতে অংশগ্রহণমূলক ও জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। এটি আইনি বাধ্যবাধকতাহীন একটি সামাজিক চুক্তি যা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে প্রবর্ধন করে। এর মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও রোধ, সেবার প্রতিদানে ঘুষসহ সবধরনের অবৈধ লেনদেন বন্ধ করা, সেবার মান বৃদ্ধির জন্য সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সেবাগ্রহীতাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব।

এতে মূল আলোচকের বক্তব্যে অধ্যাপক সালাহউদ্দিন এম. আমিনুজ্জামান বলেন, সুশাসনের জন্য জনগণ অনেক সময়ই বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সততার অঙ্গীকার তেমনি একটি প্রক্রিয়া। এটি যেহেতু আইনগত বাধ্যবাধকতাহীন একটি সামাজিক প্রত্যয়, এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রশাসনিক সহায়তার অভাব এবং সেইসাথে স্টেকহোল্ডারদের স্বেচ্ছাসেবার মনোভাব ধরে রাখাও সততার অঙ্গীকারের বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে। ।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, একটি অঙ্গীকারই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন। দুর্নীতি দমনের জন্য জনগণই মূল শক্তি আর এই সততার অঙ্গীকারের মাধ্যমে সেই শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ হবে।

উল্লেখ্য টিআইবি'র সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় এখন পর্যন্ত নয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং নয়টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মোট ১৮টি প্রতিষ্ঠান সততার অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর করেছে।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন আলহাজ্ব মমতাজ বেগম এমপি, আশরাফ আলী খান এমপি, নিলুফার চৌধুরী এমপি, জোবেদা খাতুন এমপি, শাম্মী আখতার এমপি, টিআই জাম্বিয়ার নির্বাহী পরিচালক গুডওয়েল লুঙ্গো, টিআই ইন্দোনেশিয়ার সেক্রেটারি জেনারেল তেতেন মোসডুলা, টিআই সেক্রেটারিয়েট এর পোভার্টি এ্যালেভিয়েশন ইস্যুর সিনিয়র এ্যাডভাইজর হ্যান্সজর্গ এলসর্স্ট, সততার অঙ্গীকার স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধিসহ উন্নয়ন সংগঠন এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ। উল্লেখ্য ড্যানিস এম্বেসি, এসডিসি, সিডা এবং ইউকে এইড এর সহযোগিতায় এ সেমিনারটি আয়োজিত হয়।

গণমাধ্যম যোগাযোগ
এস. এম. রিজওয়ান - উল - আলম
পরিচালক - আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন
মোবাইল: ০১৭১৩ ০৬৫০১২
rezwan@ti-bangladesh.org